পল্টনে আবার আইয়ুব-ইয়াহিয়ার কণ্ঠ কেন?

সামনের সপ্তাহেই শুরু হচ্ছে আরো একটি নতুন বছর। এই সময়ে পুরানোর গ্লানি, ব্যর্থতা, বেদনা আর বিষাদকে ছাপিয়ে দুয়ারে দাড়িয়ে থাকার কথা “আনন্দ” নামক এক মহা-অনুভূতির। পশ্চিমা দুনিয়ায় বড়দিন বা পচিশে ডিসেম্বর থেকেই আনন্দের জোয়ার বইতে থাকে। এর শেষ সীমানাটা পৌছায় একত্রিশে ডিসেম্বরে। আর সেজন্যই সারা বিশ্বের প্রতিটি মানুষই একত্রিশে ডিসেম্বরের শেষ ঘণ্টায় সুস্পষ্ট শব্দে গগনবিদারী শব্দে উচ্চারণ করে, বরণ করো নতুনকে, কামনা করো, আনন্দ আর সাফল্যকে। কিন্তু বাংলাদেশে বসবাসকারী আমাদের মনে এখনো শঙ্কা; সারাবিশ্বের মতো এদেশের প্রায় পনেরো কোটি মানুষের মাঝে নতুন বছরের নতুন দিনগুলো কি আনন্দ ছড়িয়ে যাবে? আমরা কি চাইতে পারবো একটি সুখের দিন, বিদায় নেবে কি শঙ্কা, ভয়, ব্যর্থতা, গ্লানি, ব্যথা-বেদনা? আমাদের প্রত্যেকের আশা আর আকাঙ্ক্ষাতো সুখের। কিন্তু সেই সুখ কি আমাদের কপালে আছে?

একদিন আমরা বাঙ্গালীরা পাকিস্তান নামক অদ্ভুত কিম্ভুতকিমাকার যুক্তিহীন এক রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের স্বপ্নের আবাসভূমি, নিজেদের রাষ্ট্র বাংলাদেশ তৈরী করেছিলাম। পুরো জাতির অবর্ণনীয় দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশা, বেদনা আর লড়াইয়ের মাঝে আমরা পরম পাওনা হিসেবে বরণ করেছিলাম আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে। কিন্তু বিজয়ের তেত্রিশ বছর কি আমাদের সেই রাষ্ট্রযন্ত্র অনলে পুড়ে যাবার মতো অবস্থায় নেই? সেই স্বপ্ন কি এখন আমরা দেখি, যা এমনকি একাত্তরের যুদ্ধের সময়ও আমরা দেখতাম। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বুটের তলায় নিষ্পিষ্ট হয়েও আমার মাঝে স্বপ্ন ছিলো, আমার পরের প্রজন্মের জন্য একটি স্বপ্নের স্বদেশ ভূমি পাবার। ভাবতাম, নিজে বাঁচি আর না বাঁচি, আমার সন্তানের জন্য আমি গড়ে দিয়ে যাবো এমন এক স্বদেশ, যার কোথাও পড়বেনা শকুনের হিংস্র থাবা। কিন্তু তা-কি এখন আমি স্বপ্নেও ভাবি? কেউ বলেন, শকুনের নখরে আক্রান্ত আমার রাষ্ট্র। কেউ বলেন, মৌলবাদের জঙ্গী থাবার কবলে আমার প্রিয় মাতৃভূমি। আবার কেউ বলে, একাত্তরের পরাজিত শত্রুরা আবার এই রাষ্ট্রটিকে একাত্তরের পেছনে সাতচল্লিশের ফেরত নিতে চায়।

এমন একটি অবস্থায় চরমতম শঙ্কায় সম্ভবত এ যাবতকালে সবচেয়ে ভয়াবহ সময় পার করেছি আমরা ২০০৫ সালে। ২০০৫ সালের চরম বিপর্যয় আমাকে আরো বেশী শঙ্কিত করছে যে, ছয় সালে আমার অস্তিত্ব বিপন্ন না হয়ে যায়। এদেশের প্রতিটি মানুষ ২০০৫ সালে রাতের ঘুম হারাম করেছে, নিরাপত্তার শঙ্কায়। দেশের উন্নয়ন হয়েছে কিনা, রাস্তাঘাট কি হয়েছে, অর্থনীতি কোথায় গেছে, শিল্প কারখানার কি হলো, আমদানী-রপ্তানীর দশা কি, কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য কাদের

দখলে, সেইসব কথা ভাবার আগে মানুষকে ভাবতে হয়েছে, সে তার নিজের বাড়ীতে, মাথা গোজার ছাদের নীচে নিরাপদ কিনা, সে রাস্তায় নিরাপদ কিনা, সে অফিস-আদালতে নিরাপদ কিনা। সে তার সন্তানকে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে ভয় পায়, সে বিয়ে বাড়ীতে যেতে ভয় পায়, উৎসব আনন্দ করতে বিপন্ন বোধ করে; এমনকি সে শান্তিতে একটি গান শুনবে বা কোন পীর-দরবেশের মাঝারে গিয়ে আল্লাহর নাম নেবে, তাতেও ভয় পায়। দিন এখন এমন হয়েছে যে, মসজিদে গিয়ে নামায পড়বে সেই মসজিদেও সে নিজেকে নিরাপদ মনে করেনা। যদি সে মুসলমান না হয়, হিন্দু, খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধ হয়, তবে তার সহায় সম্পদ, স্ত্রী-কন্যা নিরাপদ কিনা, সেটি তার ভাবনা ছিলো। হায়েনার দল কোনদিন কোথায় হামলা করে সেটি সে এতোদিন জানতোনা, এখনো জানেনা। যদি সে এমনকি মুসলমানও হয়, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তার ভিন্নমত থাকে, (যেমন আহমদিয়া জামাতের নিরীহ মানুষও হয়) তবে সে এমনকি আল্লাহর ঘর মসজিদেও নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারেনা। এই অবস্থা কেবলতো শহরের নয়, গ্রামের পথে-ঘাটে বোমার ভয়ে শঙ্কিত থেকেছে মানুষ। যদিও দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি, শিক্ষায় ধস, বাণিজ্যে মস্তানি, শিল্পে হাহতাশ, খুন, ছিনতাই, চাদাবাজী, মস্তানি ইত্যাদির সাথেই মানুষ সাধারণভাবে বাস করে চলেছে তবুও নতুন এক বড় আপদ যার নাম জঙ্গী বোমাবাজি তার কাছে মানুষকে অসহায় মনে হয়েছে। বছরের শেষ দিকে আত্মঘাতি বোমা হামলার কাছে মানুষকে এতোটাই অসহায় মনে হয়েছে যে, এখান থেকে মুক্তির কোন উপায়ও সে খোঁজে পায়নি। যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে, সেই জোট সরকার এবং তার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সার্কাস্টিক কথাবার্তায় মনে হয়েছে যে এটি যেন তাদের জন্য একটি ছেলেখলা। সেই "আল্লাহর মাল" বা "লুকিং ফর শত্রুজ" শব্দাবলী থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই সরকারের লোকেরা যেসব বাণী বর্ষণ করেছে, তাতে সাধারণ মানুষের হতাশা আরো প্রবল হয়েছে। সমাজের কোন স্তরে কোন অবস্থাতেই সে কোন আশার বাণী শুনতে পায়নি।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর যেভাবে দেশজুড়ে সন্ত্রাস, চাদাবাজী, ধর্ষণ, খুন-জখম, দখল, লুটপাট শুরু হয়েছিলো, মানুষ মনে করেছিলো দিন যেতে যেতে এসব একটি সমাপ্তিরেখায় পৌছাবে। বিরোধী দলের উপর দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার নামে বিএনপি জামাত জোটের যে অমানবিক, অমানুষিক, অবিশ্বাস্য নির্মম-নির্যাতন ছিলো, সেটিও একদিন হয়তো কমে আসবে বলে আমরা ধারণা করেছিলাম। আওয়ামী লীগের হাজার নেতা-কর্মীর রক্তে একদিন গণতন্ত্রের নামের এই স্বৈরশাসনের কলঙ্ক ধুয়ে যাবে বলে আমাদের মনে হয়েছিলো।

স্বদেশ স্বকাল

আওয়ামী লীগকে ভোট দেবার জন্য দেশের সাধারণ গরীব নিরীহ মানুষ এবং সংখ্যালঘুদের উপর নেমে আসা নির্যাতনও একদিন শেষ হবে বলে আমাদের ধারণা ছিলো। পুরো চার বছর ধরে বিরোধী দলকে সংসদের বাইরে রাখা এবং একতরফাভাবে স্বৈরাচারী উপায়ে দেশ শাসন করার খালেদা স্টাইলের গণতন্ত্রকে একদিন আমরা পরমত সহিষ্ণুতার পথে পা বাড়াতে দেখবো, এমনটি আশা ছিলো। আমরা জানি, সকল সরকারই শুরুতে যেসব হার্ড লাইন নিয়ে চলে ক্ষমতার শেষ প্রান্তে এসে তাকে নমনীয় করে থাকে। গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, মেয়াদের শেষ প্রান্তে নির্বাচনী রাজনীতির দিকে দেশকে নিয়ে যাওয়া। ফলে তাদের চাল-চলন কথাবার্তায় নমনীয়তাই ২০০৫ সালে কাম্য ছিলো। কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া ২১ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পল্টন ময়দানের মহাসমাবেশে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে শেখ হাসিনার বিচার করার যে হুঙ্কার ছাড়লেন, তাতে পুরো দেশের মানুষ শঙ্কিত হয়ে পড়েছে যে, ২০০৬ সালটি পুরো দেশেরই কেমন ভয়ংকর যাবে। রাজনৈতিক হানাহানি, সংঘাত ইত্যাদির ফলে দেশের সকল পর্যায়েই বিপর্যয় নামার আশঙ্কা করছেন সবাই। আমি অবাক হইনি এটি দেখে যে, বেগম জিয়ার হুঙ্কারের পর তার ঘোরতর সমর্থক দুই সাংবাদিক মাহফুজউল্লাহ এবং গিয়াস কামাল চৌধুরী পর্যন্ত খুশী হতে পারেনি। সম্ভবত তারা জানেন যে, "রাষ্ট্রদ্রোহিতা" নামের এই শব্দটি বাঙ্গালী জাতির জন্য নতুন কিছু নয়। আজকের তরুন, কিশোর বা যুবক হয়তো জানেনা যে, বাঙ্গালি জাতিকে তার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই থেকেই এই "রাষ্ট্রদ্রোহিতা" শব্দের সাথে লড়াই করেই জিততে হয়েছে। তারা হয়তো এটিও জানেনা যে, এই হুঙ্কার যারা অতীতে দিয়েছে তাদের ঠাই হয়েছে আস্তাকুড়ে।

আমাদের যদি অতীতের দিকে তাকাতে হয় তবে একথা বলতেই হবে যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার হুঙ্কারের সাথে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরোধী পক্ষের একটি মিল আছে। ১৯৪৮ সালে যখন রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন শুরু হয় তখন থেকেই সেই আন্দোলনকে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে গণ্য করছিলো। আমাদের ভাষা সৈনিকরা প্রত্যেকেই "রাষ্ট্রদ্রোহী" আর "ভারতের চর" হিসেবেই তাদের পাকিস্তানের শাসনকাল কাটিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যখনই পাকিস্তানীরা পাকিস্তানের পূর্বাংশে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠতে দেখেছে তখনই তাতে "রাষ্ট্রদ্রোহিতা" খোজে পেয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান আমলের প্রতিটি মুহুর্তেই এই রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। আইয়ূব-ইয়াহিয়া কেউইতো বঙ্গবন্ধুকে "রাষ্ট্রদ্রোহী" ছাড়া আর কিছু ভাবেনি। পাকিস্তান রাজত্বের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে

"রাষ্ট্রদ্রোহিতা"র অভিযোগে অভিযুক্ত বন্দীজীবন কাটিয়েছেন। সেই বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাকে যদি একইভাবে "রাষ্ট্রদ্রোহিতা"র অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়, তবে অবাক হবার কিছুই থাকবেনা। কিন্তু যেটি আমাদের বিবেচনা করতে হবে সেটি হচ্ছে, এটি এখন আর পাকিস্তান নয়, নয় একুশে ডিসেম্বরের পল্টনের গলা আইয়ূব বা ইয়াহিয়ার! কিন্তু বেগম জিয়ার হুঙ্কার শুনে কিন্তু মানুষের মনে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাদের মনে পড়ছে, একাত্তরে ইয়াহিয়া খান পুরো বাঙ্গালী জাতিকেই "রাষ্ট্রদ্রোহী" বলেছিলো। তাই আজ প্রতিটি বাঙ্গালীর মনে প্রশ্ন জেগেছে পল্টনে কি আইয়ূব-ইয়াহিয়ার প্রেতাত্মা কথা বলেছে?

বিশ্বের সর্বত্রই রাজনীতিতে ভিন্নমত থাকে। সরকারী দলের সমালোচনা করাটা বিরোধীদলের গণতান্ত্রিক অধিকার। বেগম জিয়াও বিরোধীদলে থাকতে হাসিনা সরকারের পতনের জন্য আন্দোলন করেছেন। তিনি এরশাদের পতনের জন্যও আন্দোলন করেছেন। সেই আপোষহীন নেত্রী এখন কেন বিরোধীদলের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে দেশদ্রোহিতার গন্ধ খোজে পাচ্ছেন? আমরা মনে করি, বেগম জিয়ার পক্ষে কোনমতেই এটি ভাবা সঙ্গত নয় যে, বিরোধী দল তার সরকারের সমালোচনা করেছে বলে তারা "রাষ্ট্রদ্রোহী" হয়ে যাবে। যদি এটি ভাবতে হয়, তবে বিশ্বের কোথাও গণতন্ত্র বলতে কিছু থাকবেনা এবং বিরোধী দল বলতেও কিছু থাকবেনা। বরং সরকারের সমালোচনা করে গঠনমুলক পথে নিয়ে যাবার জন্য বিরোধীদলকে সরকারের অংশ মনে করা হয়। অথচ এর বিপরীতে বেগম জিয়ার গলায় আমরা সেই পাকিস্তানী হানাদারদের সুর শুনলাম। মনে হলো সেই কণ্ঠ, সেই আইয়ূব-ইয়াহিয়ার গলারই সেই আওয়াজ?

সার্বিকভাবে আমরা জানিনা, আমাদের আগামী দিন কেমন হবে, কোথায় পৌছাবো আমরা। পাঁচের পায়ের ছাপেই যদি বেগম জিয়া ছয়েও পথ চলেন, তবে আবার কি আমরা ৫২, ৬২, ৬৬, ৬৮, বা একাত্তরে ফিরে যাবো?

একটি মুক্ত স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশে অগ্রগতির পথে আমাদের শুভযাত্রা হবে-এটিই প্রতিটি বাঙ্গালীর নববর্ষের কামনা। আশায় বুক বাধতে ভয় থাকলেও, সেই কামনাই আমাদেরকে করতে হবে।

২৬ ডিসেম্বর ২০০৫॥ ০৬ ফেব্রুয়ারি ০৬ সম্পাদিত